PRINT

সমকাল

নৌকা স্কুল ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো

মিলছে স্বাস্থ্য ও কৃষিসেবা

১১ ঘণ্টা আগে

এবিএম ফজলুর রহমান, পাবনা

পাবনার বিল অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে নৌকা স্কুল। ভাসমান নৌকায় আরও মিলছে স্বাস্থ্য ও কৃষিসেবা। পাবনার ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর ও ফরিদপুর উপজেলার নদীবেষ্টিত বিল অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী জরুরি এসব সেবা পাচ্ছেন বিনামূল্যে। নদীপথে নৌকায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা।

পাবনা শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে ভাঙ্গুড়া উপজেলা। এ উপজেলার শেষ প্রান্তে দিলপাশার ইউনিয়নের পাঁচপঙ্গুলী গ্রাম। এ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা গুমানি নদীতে চলছে ভাসমান নৌকায় স্কুল ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। ২০০২ সালে একটি নৌকা দিয়ে চলনবিল এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা। বর্তমানে সেখানে ১৮টি নৌকার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১২টি নৌকায় চলছে শিক্ষা কার্যক্রম, তিনটিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও তিনটিতে দেওয়া হয় কৃষিসেবা।

সংস্থাটি নাটোর ছাড়াও পাবনার ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর ও ফরিদপুর উপজেলার ২২টি ইউনিয়নের প্রায় এক হাজার শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছে। প্রতিটি ইউনিয়নের সপ্তাহে একদিন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও কৃষিসেবা দেওয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে ৩৬ ধরনের ওষুধ। প্রতিটি নৌকায় সপ্তাহে একদিন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং প্রতিদিন থাকছেন তিনজন স্বাস্থ্য সহকারী। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছেন ৭০ নারী শিক্ষক। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের শিশুদের পরিচিত ঘটাতে প্রতিটি নৌকায় রয়েছে একটি করে কম্পিউটার ও শিক্ষাসহায়ক পাঠাগার। প্রতিদিন সকাল ৯টায় ভাসমান নৌকার কার্যক্রম শুরু হয়ে চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। চিকিৎসাসেবা নিতে আসা আয়শা বেগম (৫৫) সমকালকে বলেন, 'এই নৌকায় হাসপাতাল হওয়ায় আমাগোরে ভালোই হইছে। বিনামূল্যে ডাক্তার দেখাবের পারতিছি, কিছু ওষুধও দেয়। কষ্ট করে আর শহরে যাওয়া লাগে না।'

আছির উদ্দিন মোল্লা নামে এক কৃষক বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য নৌকায় স্কুল বানায়ে বাড়ির কাছে শিক্ষা দেচ্ছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখন প্রতিদিন স্কুলে যায়।'

সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মো. রেজওয়ান সমকালকে বলেন, ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল গ্রাম তথা বিল অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের জন্য কিছু করার। সমাজের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত নদীপাড়ের মানুষগুলো। ২০০২ সালে নিজের শিক্ষাজীবনের বৃত্তির ৩ লাখ টাকা এবং এক বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া ৫০০ ডলার দিয়ে একটি নৌকা দিয়ে যাত্রা শুরু করি। এর পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। যোগাযোগ করেছি বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গেটস ফাউন্ডেশন। তারা আমাদের এ কার্যক্রমকে সুন্দর ও আধুনিকীকরণ করতে দিয়েছে ১০০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১৬টি ল্যাপটপ। সম্প্রতি আরও দুটি নৌকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে টারকিস কো-অপারেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সি নামের একটি তুর্কি প্রতিষ্ঠান। প্রকৌশলী রেজওয়ান জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানটি শুধু পাবনায় নয়, নাটোরের বিল অঞ্চলের মানুষের সেবায়ও কাজ করছে। সব মিলিয়ে এখন তাদের ভাসমান নৌকা রয়েছে ৫৬টি।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com